

# অঘোষিত যুদ্ধের বু প্রিন্ট

অধ্যাপক আবু সাইয়িদ

অঘোষিত যুদ্ধের বু প্রিন্ট • অধ্যাপক আবু সাইয়িদ





অধ্যাপক আবু সাইয়িদ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এককালীন শিক্ষক ও রাকসুর ভিপি।

সত্তরের নির্বাচনে তিনি পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ সদস্য, মুক্তিযুদ্ধের সাত নং সেক্টরের বেসামরিক উপদেষ্টা এবং গণপরিষদে খসড়া শাসনতন্ত্র রচনা কমিটির অন্যতম সদস্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট এবং বাঙলা একাডেমীর জীবন সদস্য। বঙ্গবন্ধু কর্তৃক পাবনা জেলা গভর্ণর ডেজিগনেট। এছাড়া জাতীয় প্রশাসনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে তিনি অভিজ্ঞ। সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রী।

তার লেখা উল্লেখযোগ্য বই-

- ফ্যাক্টস্ এন্ড ডকুমেন্টস : বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড
- মেঘের আড়ালে সূর্য
- ছোটদের বঙ্গবন্ধু
- বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড :  
বিচারের প্রেক্ষিত ও ঐতিহাসিক রায়
- বাংলাদেশের গেরিলা যুদ্ধ
- সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার প্রেক্ষিত  
ও গোলাম আযম
- জেনারেল জিয়ার রাজত্ব
- বাংলাদেশের স্বাধীনতা :  
যুদ্ধের আড়ালে যুদ্ধ

১৯৭৫ সনের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ওরা নবোন্মত জাতীয় চারনেতাকে হত্যা করে প্রতিবিপ্লবী শক্তি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে। লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অজিত স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা-মূল্যবোধ ও মৌলনীতি ধ্বংস, জাতিস্বত্তা বিনাশী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সর্বগ্রাসী দুর্বৃত্তায়নের চক্রে দেশকে করায়ত্ত করেছে।

লক্ষ্য--শুধুমাত্র নেতৃত্ব শূন্যতা নয়, বাংলাদেশকে নীতিহীনতার অন্ধকারে ঠেলে দেয়া।

সেই অন্ধকার রাজ্যে আজ সশস্ত্র জংগীবাদ চিরায়িত বাংলার শাস্ত্র সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস নিশ্চিহ্ন করেছে। সেই লক্ষ্যে তারা আশার শেষ প্রদীপটিকেও নিভিয়ে দিতে চায়। ২১শে আগস্ট ২০০৮ সন। বঙ্গবন্ধু এভিনিউ-এর জনসভায় শেখ হাসিনা ও নেতৃত্বদের উপর ভয়াবহ গ্রেনেড হামলাটি ছিলো স্বাধীনতা বিরোধী দেশদ্রোহী চক্রের পরিকল্পিত আক্রমণ। নেতৃত্বের সার্বিক হত্যাযজ্ঞ wholesale destruction। লক্ষ্য আবাবো নেতৃত্ব শূন্যতা সৃষ্টি এবং অতিদ্রুত বাংলাদেশকে সশস্ত্র সাম্প্রদায়িক জংগীবাদ ও পাকিস্তানী দাসত্বে বৃত্তায়িত।

পর্যালোচনায় সর্বনাশা দিক স্পষ্টতর, যেখানেই জামাত-শিবির সশস্ত্র উগ্রবাদী চক্রের অবস্থান ও ঘাঁটি শক্তিশালী সেখান থেকেই উৎখাত ও নির্মূল জোন্টের প্রধান শরীক শাসক দল। অর্থাৎ তারা কাউকে ছাড় দেবেনা। দিচ্ছেনা। জোন্টের দলগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক আদর্শিক নয়, কৌশলগত। ক্ষমতার লোভে শীর্ষ নিবহী কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের চোখ আজ অন্ধ। বিবেক বন্দি। চারপাশে রক্তাক্ত অশনি স্থাপদ-গর্জন কিন্তু কর্ণ বধির। অঘোষিত যুদ্ধের ব্রুপ্রিন্ট গ্রন্থটি তাদের আগ্রাসী রক্তাক্ত থাবার অতিদ্রুত বিস্তৃতির কিঞ্চিৎ চিত্র মাত্র।



## ভূমিকা

দেশ আজ মৃত্যু উপত্যকায়। বাঙালি জাতির অস্তিত্ব বিনাশী হাজারো আয়োজন। নানাভাবে। নানা কৌশলে। উগ্র জংগীবাদের হিংস্র থাবায় রক্তাক্ত বাংলাদেশ। স্বাধীনতা বিরোধী উগ্র সাম্প্রদায়িক সশস্ত্র সন্ত্রাসী জংগীবাদের উত্থান অভাবনীয়। রাষ্ট্রীয় প্রশ্রয় ও প্রোটেকশনে এই দানবীয় শক্তি দেশের সর্বত্র অব্যাহত রেখেছে অঘোষিত যুদ্ধ।

লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা ও মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস, মূল্যবোধ ও চেতনা ধ্বংস ও বিনাশ ওদের রোড ম্যাপ। অর্থে, অস্ত্রে তারা বলীয়ান। ব্যবসা, বাণিজ্য, প্রশাসন তাদের কবজায়।

উগ্র জংগীবাদীর লক্ষ্য ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ধ্বংস। এই টার্গেট নিয়েই ওরা বাংলাদেশে চিরায়িত শিল্প, সিনেমা হল, ভাস্কর্য, যাত্রা, মেলা ও সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে চালাচ্ছে বেপরোয়া বোমা-গ্রেনেড হামলা। একইসাথে সমাজের প্রগতিশীল, উদার ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পন্ন শুভবুদ্ধির বরণ্য বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদ নিধনের ব্লুপ্রিন্ট নিয়ে জাতিদ্রোহি কর্মকাণ্ডে তৎপর।

উগ্র জংগীবাদ আজ বাংলাদেশের মূল অস্তিত্বেই আঘাত হানছে। জাতি আজ বিভাজিত। মুখোমুখি। পরস্পর প্রতিপক্ষ। নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এসব পরিকল্পনা ও কর্মকাণ্ড অঘোষিত যুদ্ধের ব্লু প্রিন্ট।

এইসব ঘটনাবলি ও প্রেক্ষিতে ‘অঘোষিত যুদ্ধের ব্লুপ্রিন্ট’ শীর্ষক গ্রন্থটিতে বহুমান সময়ের বাস্তবতা ও আগামী অশনি সংকেত সম্পর্কে অকিঞ্চিৎকর বক্তব্য গ্রথিত। লেখাগুলো বিচ্ছিন্ন কিন্তু অবিচ্ছিন্ন এর সূত্রধারা। দেশী-বিদেশী সংবাদপত্র, সাময়িকী, প্রতিবেদন, পুস্তক, তথ্য, দলিল, সূত্র, রিপোর্ট ও পত্র-পত্রিকা বইটির ভিত্তিমূল। পরিশিষ্টে স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বার্তা সংযুক্ত করা হয়েছে। আরো যুক্ত হয়েছে বাংলাদেশে উগ্র জংগীবাদ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ দলিলাদি। ভুলত্রুটি সংশোধন যোগ্য।

আগামী প্রকাশনীর প্রকাশক জনাব ওসমান গনি ও বইয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ।

অধ্যাপক আবু সাইয়িদ

১১ ফেব্রুয়ারী ২০০৫, ঢাকা।